হেকায়াতে সাহাবা

শায়খুল হাদীস মাওলানা
মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আনাস বিন সাদ
হাফেজ আবদুল্লাহ জোবায়ের

তাহকীক ও তাখরীজ
মাওলানা আবদুল আযীয মাহবুব
মাওলানা আনাস বিন সাদ

তাহকীক-তাখরীজ সম্পাদনা
শায়খ ইউসুফ ওবায়দী
উস্তাযুল হাদীস, মারকাযুল কুরআন ঢাকা

উমেদ
প্র কা শ
চিলে চিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

কিছু কথা

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي وَ نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

তাবলীগের মেহনতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে সাহাবায়ে কেরামের জীবনী বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। এর অন্যতম কারণ হলো, এই মেহনতের প্রবর্তক হজরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্ধলভী রহ. ও তাঁর পুত্র মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রহ. এর মাঝে বিদ্যমান অসাধারণ সাহাবা-প্রীতি। এমনকি মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর নানি তাকে আদর করে বলতেন, কী ব্যাপার ইলিয়াস, আমি তোমার মাঝে সাহাবাদের চলতে-ফিরতে দেখি! কখনো বলতেন, আমি তোমার মাঝে সাহাবাদের খুশবু পাই!

পিতার মাধ্যমে হজরতজী ইউসুফ রহ. এর মাঝেও সাহাবা-চর্চার অসামান্য আগ্রহ তৈরি হয়। তাবলীগের মেহনতের দুনিয়াজোড়া কাজের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সংকলন করেছেন পাঁচ খণ্ডের আজিমুশশান কিতাব ‘হায়াতুস সাহাবাহ’। উলামায়ে কেরামের কাছে এই কিতাব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রতিটি তাবলীগী মারকাযে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এই কিতাব থেকে পাঠ করা হয়।

হেকায়াতে সাহাবা শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. সংকলিত এক মাকবুল কিতাব। শুরুতে স্বতন্ত্রভাবে ছাপা হলেও এই কিতাবটি পরবর্তী সময়ে ফাযায়েলে আমালের মাঝে যুক্ত করা হয়। এখন তা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মসজিদে প্রতিদিন নিয়মিত তালীম করা হয়।

কিতাবটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাঝে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের প্রয়োগিক আমলগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন তা মানুষ নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। লেখক নিজ রুচি ও অভ্যাসমতো রুখসতের বদলে আজীমাতের ঘটনাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাহাবা-জীবনের আমলী

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভয়

পাঠক মাত্রই পড়ে এসেছেন, দ্বীনের পথে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর কী বিপুল আত্মনিবেদন ছিল, দ্বীনের জন্য জান-মালের ত্যাগ ও কুরবানীর কী অপরিসীম জযবা ছিল! এরপরও তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও শঙ্কার যে হালত ছিল, আমরা শুধু প্রার্থনা করতে পারি, আমাদের মতো গুনাহগারদের ভাগেও যেন এর সামান্য কিছু নসীব হয়ে যায়।

এখানে নমুনাস্বরূপ এ প্রসঙ্গের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

হেকায়াত এক : ঝড়-তুফানের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, যখন আকাশ অন্ধকার হয়ে ঝড়-বৃষ্টির আভাস দেখা যেত, প্রবল বেগে বাতাস বইতে শুরু করত, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকেও এর প্রভাব দেখা যেত। চেহারা মুবারক কেমন বিবর্ণ হয়ে যেত। অস্থিরতার কারণে ঘর থেকে বের হতেন আবার ঘরে ঢুকতেন। এ সময় তিনি দুআ পড়তে থাকতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

‘হে আল্লাহ, আমি এই বাতাসের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা করছি এতে যে কল্যাণ রয়েছে তার, সেই সাথে এই বাতাসের সাথে যা প্রেরণ করা হয়েছে সেই জিনিসের কল্যাণ। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বাতাসের অকল্যাণ থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি এতে যে অকল্যাণ

হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।[৪৫]

আয়াতের মর্ম হলো, কিয়ামতের দিন অপরাধীদের হুকুম করা হবে, দুনিয়াতে তো তোমরা সবাই একসঙ্গে একত্রে ছিলে। কিন্তু আজ যারা অপরাধী, তোমরা সবাই আলাদা হয়ে যাও। আর যারা অপরাধী নয়, তারা আলাদা।

সেদিনের সেই হুকুমের কথা স্মরণ করে যতই কান্না করা হবে তা কমই হবে। কারণ, আমি তো জানি না, তখন আমি কাদের দলে থাকব![৪৬]

হেকায়াত পাঁচ : আবু বকর রাযি.-এর আল্লাহর ভয়

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নবীগণের পরই গোটা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন।[৪৭]

কোনো কোনো হাদীসে জান্নাতীদের একটি দলের সর্দার বলে ঘোষণা করেছেন।[৪৮]

জান্নাতের প্রতিটি দরজা থেকে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে সুসংবাদ দিয়েছেন।[৪৯]

এক হাদীসে ঘোষণা করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আবু বকর রাযি.-ই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫০]

এই ছিল আবু বকর রাযি.-এর মাকাম ও মর্যাদা। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'হায়! আমি যদি একটি গাছ হতাম, যাকে কেটে ফেলা হবে।'[৫১]

---

৪৫ সূরা ইয়াসীন, (৩৬) : ৫৯

৪৬ মানাকিবুল ইমাম, পৃষ্ঠা : ২০, ২৩। তবে আয়াতটি ছিল সূরা কমারের ৪৬ নং আয়াত। কাছাকাছি ঘটনা ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আলামিন নুবালায় (৬ : ৪০১) উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. ফজর পর্যন্ত পুরো রাত সূরা কমারের ৪৬ নং আয়াত পড়ে কাটিয়েছেন।

৪৭ দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৬২৯, ১৬৭৫; তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৪৭, ৩৭৪৮। সহীহ।

৪৮ দ্রষ্টব্য : জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৬৪, ৩৬৬৫, ৩৬৬৬। হাসান। قال الترمذي: حسن غريب

৪৯ দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২৭।

৫০ দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৫২। হাদীসটিতে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে ফযীলতের ক্ষেত্রে এই মাত্রার দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৫১ কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং ৫৮১।

হেকায়াত দশ : আম্বর যুদ্ধে অনটন-সংকটের ঘটনা

অষ্টম হিজরীর রজব মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্রের তীরে তিনশ মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি.-কে। রসদ হিসেবে রাসূলে কারীম একটি থলেতে কিছু খেজুরও দিয়ে দিয়েছিলেন। একটা পর্যায়ে সঙ্গে রসদ যা কিছু ছিল সব ফুরিয়ে গেল। এমন পরিস্থিতিতে হযরত কায়েস রাযি., যিনি এই বাহিনীরই একজন সদস্য, তিনি মদীনায় পৌঁছে মূল্য/বিনিময় পরিশোধ করবেন এই ওয়াদার ভিত্তিতে বাহিনীর লোকদের থেকে উট কিনে প্রতিদিন একটা করে জবাই করতে লাগলেন। এভাবে তিন দিনে তিনটি উট জবাই করলেন। এর পরের দিন বাহিনীর আমীর চিন্তা করলেন, এভাবে জবাই হতে থাকলে সওয়ারির সংকট দেখা দেবে। পরবর্তী সময়ে মদীনায় ফিরে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে। তিনি এভাবে উট জবাই করতে নিষেধ করে দিলেন।[১৩০] এরপরে ঘোষণা করে দিলেন, যার কাছে যতটুকু খেজুর আছে সব একটি থলিতে জমা করবে। সেখান থেকে একেকজনকে দিনে একটা করে খেজুর দেওয়া হতো। এই একটি খেজুরই মুখে দিয়ে পানি খেয়ে নিতেন। রাত পর্যন্ত এতটুকুই ছিল তাদের আহার। বলতে তো অনেক সহজ কথা, কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন যখন শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক গুণ বেশি, তখন একটিমাত্র খেজুর খেয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়া কি সাধারণ ঘটনা?

জাবের রাযি. যখন এই ঘটনা লোকদের বর্ণনা করছিলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, একটিমাত্র খেজুরে আপনাদের কী আর হতো? তিনি জবাব দিলেন, একটি খেজুরের মূল্য কত বেশি, তা বুঝে এল তখন যখন এই একটি খেজুরও আর থাকল না। এবার অনাহারে থাকা ছাড়া কিছুই আর করার ছিল না।

একপর্যায়ে তারা অনন্যোপায় হয়ে গাছের শুকনো পাতা ঝেড়ে পানিতে দিয়ে সেটা খেয়ে নিত। মুসীবতের সময় মানুষ কী না করতে পারে! তবে প্রত্যেক কষ্টের পরে প্রতিকূল অবস্থা দূর করে আল্লাহ অনুকূল অবস্থা দান করেন। এই কষ্ট ও অভাব-অনটনের পর আল্লাহ তাদের জন্য সমুদ্র থেকে বিরাট এক মাছ

---

১৩০ [ফাতহুল বারীতে উট জবাইয়ের নিষেধের কারণটিকে فيه نظر 'এতে আপত্তি আছে' বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ, তিনি বাহিনীর ভেতর থেকে উট ক্রয় করেননি। বাহির থেকে ক্রয় করেছেন বলে বর্ণনায় আছে।]

সবশেষে দেখলেন, দায়িত্ব পালনকালে যতকিছু নিয়েছিলেন সবটুকুর বিনিময়ও তিনি বায়তুল মালে জমা করে দিয়েছেন।

হেকায়াত ছয় : হযরত আলী ইবনে মাবাদের ভাড়াবাড়ির মাটি দিয়ে লেখা মুছে দেওয়া

আলী ইবনে মাবাদ ছিলেন বিখ্যাত একজন মুহাদ্দিস। তিনি নিজের ঘটনা শুনিয়েছেন, আমি একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। একবার আমি সেই বাড়িতে ঘরে বসে লিখছিলাম। হঠাৎ লেখার একপর্যায়ে লেখা শুকানোর জন্য আমার একটু মাটির প্রয়োজন হলো। ঘরের দেয়াল ছিল তখন কাঁচা মাটির। ভাবলাম, এখান থেকে একটু মাটি নিয়ে লেখায় ব্যবহার করে ফেলি। পরক্ষণেই মনে হলো, এই ঘর তো আমার নয়। এটা তো ভাড়াবাড়ির ঘর। ঘর তো বসবাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ঘর থেকে মাটি নেওয়ার জন্য নয়। এরপরে আবার মনে হলো, দেয়ালের এটুকু মাটি নিলে কীই-বা আর হবে? এ তো সামান্য জিনিস। আমি মাটি নিয়ে কাজ সারলাম।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঘোষণা করছেন, কিয়ামতের দিন বোঝা যাবে এটুকু মাটি সামান্য কি না?[১৪০]

ফায়দা : এখানে স্বপ্নের উদ্দেশ্য এটাই যে, তাকওয়ার স্তর অনেক উঁচুতে। উঁচু স্তরের তাকওয়ার দাবি তো এটাই ছিল যে, এতটুকুন মাটি ব্যবহার থেকেও বিরত থাকা হবে। যদিও সমাজের প্রচলন হিসেবে ভাড়াবাড়ির এই এতটুকু মাটি ব্যবহার করা নাজায়েজের সীমার মধ্যে পড়ে না।

হেকায়াত সাত : হযরত আলী রাযি.-এর একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়া

তাবেয়ী কুমাইল রহ. বলেন, একবার আমি আলী রাযি.-এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। মরুপথে চলতে চলতে একটি নির্জন কবরের দিকে ফিরে আলী রাযি. বলতে থাকলেন, হে কবরের বাসিন্দারা! হে জীর্ণ হয়ে নিঃশেষের পরিণতি বরণকারীরা, হে নির্জন-নিস্তব্ধ জগতের বাসিন্দারা, তোমাদের কী অবস্থা? তোমাদের পরে আমাদের অবস্থা তো এই যে, তোমাদের সম্পত্তি বণ্টন হয়ে গেছে। এতীম বাচ্চারা পড়ে আছে। স্ত্রীদের নতুন সংসার হয়ে গেছে। এই তো

১৪০ হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/২২৭; ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈসার ও আত্মত্যাগ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচের জযবা

ঈসার মানে হলো নিজের প্রয়োজনের সময় অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। শুরুতেই বলে রাখি, সাধারণভাবে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিটি কর্ম ও বৈশিষ্ট্য, প্রতিটি আচরণ ও অভ্যাসই ছিল এই পর্যায়ের যে, সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছা তো অনেক দূরের কথা, এর সামান্যও যদি কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তির অর্জন হয়ে যায় সেটা হবে তার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই তারা ছিলেন অনন্য উচ্চতার অধিকারী। তবে কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আসলেই তারা ছিলেন অভাবনীয় উচ্চতার অধিকারী। এ রকমই একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ঈসার বা নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাহাবায়ে কেরামের এই বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তরজমা : তারা অন্যদের নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের অনটন থাকে।[১৮৯]

হেকায়াত এক : আগন্তুকের মেহমানদারী ও বাতি নিভিয়ে দেওয়া

জনৈক সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তার ক্ষুধা ও অনটনের অবস্থা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুলে ধরলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

১৮৯ সূরা হাশর, (৫৯) : ৯

ওপর হামলা করতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও হযরত আলী রাযি.-এর দিকে ইশারা করলেন। এবারও তিনি একাই তাদের মোকাবিলা করলেন। তখন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে আলী রাযি.-এর এই হিম্মত ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'إِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ' (নিঃসন্দেহে আলী আমার আর আমি আলীর)।[২১৭] তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, 'وَأَنَا مِنْكُمَا' (আমিও আপনাদের দুজনের)।[২১৮]

ফায়দা : একা এক ব্যক্তি বিশাল একটি দলের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় নেমে যাওয়া এবং প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেয়ে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কাফেরদের সারিতে ঢুকে যাওয়া, এটা একদিকে যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অপূর্ব প্রেম ও আশ্চর্য মহব্বতের দলীল, তেমনই তা অভূতপূর্ব বীরত্ব ও সাহসিকতারও দৃষ্টান্ত।

হেকায়াত তিন : হযরত হানজালা রাযি.-এর শাহাদত

হযরত হানজালা রাযি. উহুদ-যুদ্ধে প্রথম থেকে শরীক ছিলেন না। বলা হয়ে থাকে, তার নতুন বিবাহ হয়েছিল। স্ত্রীর সাথে শয্যা-যাপনের পর গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গোসল শুরুও করে দিয়েছিলেন। মাথায় পানি দিচ্ছিলেন, এমন সময় মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ তার কানে এল। তিনি এই সংবাদ শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। ঐ অবস্থায়ই তিনি তরবারি হাতে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে কাফেরদের ওপর তীব্র হামলা

---

২১৭ অর্থাৎ পরস্পরের গভীরতম একাত্মতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

২১৮ কিছুটা কাছাকাছি শব্দে সংক্ষেপিত আকারে তারীখে তাবারী, ২/৫১৪; তারীখে দিমাশক, ৪২/৭৬ [তবে এই দীর্ঘ বর্ণনায় পাইনি। তবে ইমাম আহমাদ রহ. তার 'ফাযায়িলুস সাহাবা' কিতাবে আবু রাফি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, উহুদ-যুদ্ধের দিন আলী রাযি. যখন কাফেরদের ঝান্ডাবাহী দলটিকে হত্যা করে দিলেন তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ, একেই তো বলে প্রকৃত সঙ্গদান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, إِنَّهُ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ (নিঃসন্দেহে আলী আমার আর আমি আলীর)। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, وَأَنَا مِنْكُمَا (আমিও আপনাদের দুজনের)। তবে এর সনদে যয়ীফ রাবী আছে; ফাযায়িলুস সাহাবা, হাদীস নং ১১১৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০০৮৫। বর্ণনাযোগ্য।
وقال: رواه الطبراني وفيه حبان بن علي وهو ضعيف و وثقه ابن معين في رواية ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف عند الجمهور و وثقه ابن حبان .
এই একই সনদে ইমাম তাবারী রহ. তার তারীখে সামান্য সংযোজনসহ উল্লেখ করেছেন; তারীখে তাবারী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১৪।]

করার এ ঘটনা মনে পড়লেই আয়েশা রাযি. কান্নায় ভেঙে পড়তেন।

(৪) আয়েশা রাযি.-এর খোদাভীতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযি.-কে কত ভালোবাসতেন তা কারও অজানা নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, কাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন? তিনি বললেন, আয়েশাকে।[৩৬৪]

আয়েশা রাযি. মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে এত বেশি অবগত ছিলেন যে, অনেক প্রবীণ সাহাবীও তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।[৩৬৫] জিবরাইল আ. তাঁকে সালাম দিতেন।[৩৬৬] তিনি জান্নাতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হবেন বলে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।[৩৬৭] মুনাফিকরা তাঁকে অপবাদ দিয়েছিল, তখন কুরআনে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা জানিয়ে আয়াত নাযিল হয়েছে।[৩৬৮]

আয়েশা রাযি. বলেছেন, আমার মধ্যে এমন দশটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রীর মধ্যে নেই। ইবনে সা'দ রহ. সেগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[৩৬৯] আগের ঘটনা থেকে আমরা তাঁর সদকার বিষয়টি জানতে পেরেছি। এত বেশি দান-খয়রাত করা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে খোদাভীতি এমন ছিল, কখনো কখনো তিনি বলতেন, হায়, আমি যদি গাছ হতাম! সর্বক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ জপতে থাকতাম। আখিরাতে আমার কোনো হিসাব-নিকাশ থাকত না। ইশ, আমি যদি পাথর হতাম! আমি যদি মাটির টুকরা হতাম! আফসোস, যদি আমার জন্মই না হতো! আমি যদি গাছের পাতা অথবা ঘাস হতাম![৩৭০]

---

৩৬৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৬২, ৪৩৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৮৪।

৩৬৫ তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৪১২০।

৩৬৬ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪৭।

৩৬৭ জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৮০। হাসান। قال الترمذي: حسن غريب. সহীহ ইবনে হিব্বান, ৭০৯৪, ৭০৯৫।

৩৬৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪১৪১।

৩৬৯ তাকাবাতে ইবনে সাদ, ৬/৪৫। সহীহ।

৩৭০ তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৪১২০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৩৫৮৯২। সহীহ।

পারে! আবু বকর রাযি. বললেন, যাও, তাঁকে নিয়ে এসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং বিয়ে হয়ে গেল।[৪৪৬]

হিজরতের কয়েক মাস পর আবু বকর সিদ্দীক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনি আপনার স্ত্রী আয়েশাকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না যে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের মালপত্র প্রস্তুত না হওয়ার ওজর পেশ করলে আবু বকর রাযি. তাঁকে হাদিয়া দিলেন। এতে ঘরের মালপত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেল।[৪৪৭] হিজরী ১ম অথবা ২য় সনের শাওয়াল মাসে পূর্বাহ্নের সময় আবু বকর রাযি.-এর ঘরে আয়েশা রাযি.-এর বাসর হয়।[৪৪৮]

উপরিউক্ত বিয়ে তিনটি হিজরতের আগে হয়েছে। এ ছাড়া অন্যগুলো হিজরতের পরে সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাযি.

আয়েশা রাযি.-এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে হয় উমর রাযি.-এর মেয়ে হাফসা রাযি.-এর সঙ্গে। নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর প্রথম বিয়ে মক্কাতেই খুনাইস ইবনে হুযাইফা রাযি.-এর সঙ্গে হয়েছিল। তিনিও প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরত করেন, তারপর মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর বা উহুদ-যুদ্ধে তিনি এত মারাত্মকভাবে আহত হন যে, তা আর সেরে ওঠেনি। অবশেষে হিজরী ২য় বা ৩য় সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাফসা রাযি.-ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্বামী ইন্তেকাল করলে উমর রাযি. আবু বকর রাযি.-এর কাছে আবেদন করলেন, আমি হাফসাকে আপনার কাছে বিয়ে দিতে চাই। কিন্তু আবু বকর রাযি. 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বলে নীরব থাকলেন। তারপর উসমান রাযি.-এর স্ত্রী নবী-দুহিতা রুকাইয়া রাযি.-এর ইন্তেকাল হলে উমর রাযি. তাঁর কাছে হাফসা রাযি.-এর

৪৪৬ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৫৭৬৯। হাসান।

৪৪৭ তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৮/৫০।

৪৪৮ তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৮/৫০-এ আছে, বাসর হয়েছে আয়েশা রাযি. যে ঘরে বসবাস করেছেন সে ঘরেই।